দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না

মাসুদা সুলতানা রুমী

দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না

মাসুদ সুলতানা রুমী

রিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার বুক্স এণ্ড কম্পিটার কমপ্লেক্স
তৃতীয় তলা দোকান নং-৩০৯
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯
০১৫৫৩৬২৩১১৯৮

কুষ্টিয়া ঃ বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ্ সংলগ্ন
বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া
মোবাইল : ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯
০১৫৫৩৬২৩১১৯৮

পরিবেশক

প্রফেসরস পাবলিকেশন্স
৪৩৫, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১১১২৮৫৮৬

প্রফেসরস বুক কর্ণার
১৯১, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১৬৭৭৭৫৪

দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না

মূল	মাসুদা সুলতানা রুমী
প্রকাশক	আবদুল কুদ্দুস সাদী রিমঝিম প্রকাশনী ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
স্বত্ব	জনাব মোল্লা নূর মোহাম্মদ (ইঞ্জিনিয়ার)
বর্ণবিন্যাস	জবা কম্পিউটার বুক্‌স এণ্ড কম্পিউটার মার্কেট (৪র্থ তলা) ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল : ০১৯৪৮২৪২৩১৭
১ম প্রকাশ	সেপ্টেম্বর ২০০৮ ইং
২য় প্রকাশ	ডিসেম্বর ২০০৮ ইং
৩য় প্রকাশ	মে ২০০৯ ইং
৪র্থ প্রকাশ	সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং
৫ম প্রকাশ	এপ্রিল ২০১০ ইং
৬ষ্ঠ প্রকাশ	নভেম্বর ২০১০ ইং
৭ম প্রকাশ	আগস্ট ২০১১ ইং
৮ম প্রকাশ	জুন ২০১২ ইং
মূল্য	২৫.০০ টাকা মাত্র

Doywus Kokhno Jannate Probesh Korbe Na Written by Masuda Sultana Rumi, Published by Abdul Kuddus Sadi, Rimzim Prokashoni, Banglabazar. Price : Tk. 25.00 Only.

প্রকাশকের কথা

পর্দা মুসলমানদের অন্যতম ফরজ বিধান। নারীর জন্য যেমন পর্দার বিধান, পুরুষদের জন্যও তেমনি পর্দার বিধান রয়েছে। যেসব পুরুষ পর্দার বিধান অমান্য করে তাদেরকে শরীয়াতের পরিভাষায় দাইউস বলা হয়েছে। আর দাইউস কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে দেশের খ্যাতিমান লেখিকা মাসুদা সুলতানা রুমী একটি চমৎকার বই লিখে আমাদের অধঃপতিত সমাজকে সতর্ক করেছেন। লেখিকার লেখার মধ্যদিয়েই বর্তমান সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। এই ভয়াবহ অধঃপতন থেকে আমাদের সমাজকে বাঁচাতে হবে।

পাঠকের হাতে এই বইটি তুলে দিতে পেরে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ্ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তাওফিক দিন। আমীন।

আবদুল কুদ্দুস সাদী
রিমিঝিম প্রকাশনী

লেখিকার কথা

পর্দা বা হিজাব নিয়ে লেখার তেমন একটা ইচ্ছা আমার ছিল না। কারণ এ বিষয় নিয়ে অনেক বড় বড় লেখকের বই আছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে লেখার অনুপ্রেরণা বা উৎসাহ দিয়েছেন বললে ভুল হবে। বলতে হবে তাকিদ দিয়েছেন আমার সুপ্রিয় দু'জন পাঠক। একজন রুমা আজমী, অপরজন পাপিয়া। রুমা আজমী আমাকে একদিন বললেন, আপা "আপনি পুরুষের পর্দা নিয়ে কিছু লেখেন।"

অবাক হয়ে বললাম "পুরুষের পর্দা মানে?"

"পুরুষের পর্দা মানে-পর্দার হুকুম তো পুরুষের উপরও আছে। বরং আল কুরআনে আগে পুরুষকেই পর্দার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারপর নারীকে। পুরুষের উপর নির্দেশ সে যেন তার দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। পুরুষ যদি এই হুকুমটা ঠিকমতো পালন করত তাহলে তো আমাদের এতো কষ্ট করে মুখ ঢেকে রাখতে হতো না। কথা দিয়েছিলাম, ঠিক আছে লিখব। কিছুদিন পরে আবার দেখা হলো রুমা আযমীর সাথে-অভিযোগ করে বললেন, "কি আপা, সেই পুরুষের পর্দা নিয়ে কিছু লিখলেন না------।" বললাম, লিখব আপা। এরপর পাপিয়া সেদিন খুব জোর দিয়ে বললেন, "আপা, পর্দার উপর কিছু লেখেন না"। বললাম, "পর্দার উপর অনেক লেখাই বাজারে আছে।"

"তা আছে, তবু আপনি কিছু লেখেন্"–তারপর থেকে নিজের কাছেও মনে হচ্ছিল কিছু একটা লেখা দরকার। মুসলমান বলে দাবিদার নারীদের যখন দেখি হিজাবের প্রতি উদাসীন তখন মনটা সত্যি খুব খারাপ হয়ে যায়। মনে হয়, আহা! আমার এই বোনদেরকে আল্লাহ এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন শুধু কি জাহান্নামের আগুনে জ্বালানোর জন্য? এরা হয়ত 'তাদের এ চালচলনের কুফল' সম্পর্কে অবহিত নন, আমার কি উচিত না তাদের একটু সতর্ক করা?

এ অনুভূতি থেকেই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। যদি একজন বোনও আমার এই ক্ষুদ্র বইখানি পড়ে পর্দা করার গুরুত্ব বুঝতে পারেন, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমার ভুলত্রুটি মার্জনা করে যেনো আমার শ্রমটুকু কবুল করেন। আমার সবই তো তাঁর জন্য। আমীন-সুম্মা আমীন।

মাসুদা সুলতানা রুমী

বিষয়সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
পর্দা করার নির্দেশ	৯
পুরুষের পর্দা	১০
নিজেদের ব্যাপারে উদাসীন	১১
বে-আলেম পুরুষ	১২
পর্দা না করার পরিণতি	১৪
দুনিয়া	১৪
আখেরাত	১৪
একটি দরজা খোলা	১৫
পর্দা করা কোনো কঠিন কাজ নয়	১৫
দুনিয়াই আখেরাতের শষ্যক্ষেত্র	১৫
বিধর্মীদের মতো দেখতে	১৬
কঠিন শাস্তি	১৭
ইবলিসের ধোঁকা	২১
প্রচণ্ড গরম	২২
ইবাদাতের মজা	২২
অনিচ্ছায় পর্দা আর ইচ্ছায় পর্দা	২৩
আল কোরআনের সবটুকুই মানতে হবে	২৪
পর্দা সংক্রান্ত আল কুরআনের আয়াতসমুহ	২৫
আল-হাদীসে পর্দা	২৯
পর্দা সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এর আরো কিছু হাদীস নিম্নে বর্ণনা করা হলো	৩০

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানীর রাহীম!

মুসলিম সমাজের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত এবং দান খয়রাত করা সত্ত্বেও পর্দা করে না। বরং হিজাব পরাকে মনে করে বাড়াবাড়ি। গোঁড়ামী। অথচ পর্দা করা বা হিজাব পরা ফরজ। ফরজ বলে সেই কাজকে, যা না করলে কবীরা গুনাহ হয়। আর অস্বীকার করলে হয় কুফরি করা।

পর্দা করা সার্বক্ষণিক ফরজ। অন্যান্য ফরজসমূহ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। ফজর নামাজ পড়ার পর পরবর্তী ওয়াক্ত যোহর আসার আগে আর ফরজ নামাজ নেই। রমযান মাসের একমাস রোজা ফরজ। রমযান শেষ হওয়ার পর সারা বছরে আর রোজা ফরজ নেই। হজ্ব করা জীবনে একবার ফরজ- যাকাত দেওয়া বছরে একবার ফরজ। কিন্তু পর্দার ব্যাপারটা ভিন্ন। পর্দা সব সময়ের জন্য ফরজ।

পর্দা করার নির্দেশ

আল-কুরআনে যে সকল আয়াতে পর্দার নির্দেশ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে–"হে নবী, মু'মিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য বেশি পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন। এবং মু'মিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলোকে হেফাজত করে আর তাদের সাজসজ্জা না দেখায়, যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তাছাড়া। আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে। তারা যেনো তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। তবে

নিম্নোক্তদের সামনে ছাড়া–স্বামী, বাপ, স্বামীর বাপ, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজের মেলামেশার মেয়েদের, নিজের মালিকানাধীনদের, অধীনে থাকা পুরুষদের, যাদের অন্য কোনো রকম উদ্দেশ্য নেই। এবং এমন শিশুদের সামনে ছাড়া, যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ। তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেবার জন্য সজোরে পদক্ষেপ না করে।" (সুরা নূর : ৩০-৩১)

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা তো সাধারণ নারীদের মতো নও। যদি পরহেজগারী অবলম্বনের ইচ্ছা থাকে তাহলে কোমলভাবে কথা বলো না। কারণ এতে যাদের অন্তরে খারাপ বাসনা আছে তারা তোমাদের উপর এক ধরনের আশা পোষণ করে বসবে। সোজা সোজা ও স্পষ্ট কথা বলো। আপন ঘরে অবস্থান করো এবং অতীত জাহেলিয়াত যুগের ন্যায় রূপ সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে বেড়িয়ো না।

(সূরা আহজাব : ৩৩)

পুরুষের পর্দা

আল কুরআনে সূরা আন নূরে পুরুষকেই প্রথম পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে।"

"আল্লাহর কিতাবের এ হুকুমটির যে ব্যাখ্যা হাদীস করেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো–

১. নিজের স্ত্রী ও মুহাররাম নারীদের ছাড়া কাউকে নজর ভরে দেখা পুরুষের জন্য জায়েয নয়।

২. একবার নজর পড়ে গেলে ক্ষমাযোগ্য, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হলে সেখানে আবার দৃষ্টিপাত করা ক্ষমাযোগ্য নয়।

৩. তিনি এ ধরনের দেখাকে চোখের যিনা বলেছেন।

রাসূল (সা:) বলেছেন, "হে আলী! এক নজরের পর দ্বিতীয় নজর দিয়ো না। প্রথম নজর তো ক্ষমার যোগ্য কিন্তু দ্বিতীয় নজরের ক্ষমা নেই।" (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ)

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি নবী (সা:)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে কি করব?' তিনি বললেন "চোখ ফিরিয়ে নাও অথবা নামিয়ে নাও।"

(মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী)

হাদীসে কুদসীতে রাসূল (সা:) বলেছেন, "আল্লাহ বলেন, দৃষ্টি হচ্ছে ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্য থেকে একটি তীর। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে তা ত্যাগ করবে, আমি তার বদলে তাকে এমন ঈমান দান করবো যার মিষ্টি সে নিজের হৃদয়ে অনুভব করবে।"

আবু উমামা রেওয়ায়েত করেছেন, রাসূল (সা:) বলেন, "যে মুসলমানের দৃষ্টি কোনো মেয়ের সৌন্দর্যের উপর পড়ে এবং সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় এ অবস্থায় আল্লাহ তার ইবাদাতে বিশেষ স্বাদ সৃষ্টি করে দেন।"

আলহামদুলিল্লাহ! কি চমৎকার কথা।

নিজেদের ব্যাপারে উদাসীন

আমার মুসলিম ভাইয়েরা উপযুক্ত হাদীসের এবং আল কোরআনের শিক্ষাটুকু যদি বাস্তবায়িত করতেন তাহলে আমাদের অত কষ্ট হতো না।

কারণ মহিলাদের পর্দা আরো ব্যাপক। তাদেরকেও দৃষ্টি সংযত করা এবং লজ্জাস্থানের হিফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপরও মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত কিছু নির্দেশ আছে। যেমন :

১. তারা যেন বড় ওড়না বা চাদর দিয়ে নিজেদের দেহ পুরাপুরি ঢেকে রাখে।

২. সাজসজ্জা এবং রূপ সৌন্দর্য পর পুরুষকে না দেখায়।

কোনো প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে গেলেই ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক মহিলাদের সাজসজ্জা এবং রূপ সৌন্দর্য ঢাকতে হলে মুখ মণ্ডলও ঢেকে রাখতে হয়, যাতে পর পুরুষে না দেখে। এটা কিন্তু বেশ কষ্টকর একটা ব্যাপার। পুরুষেরা যদি আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখত তাহলে কিন্তু মহিলাদের এত কষ্ট করতে হতো না। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো আমাদের অনেক আলেম এবং ওয়ায়েজীন আছেন যারা নিজেদের পর্দা করার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে শুধু মহিলাদের ওয়াজ-নসিহত করেন। এমন অনেক লেখকও আছেন, যাদের লিখিত বড় বড় কিতাবে শুধু মেয়েদের ই উপদেশ খয়রাত করা হয়েছে। মেয়েদেরই হাম্বিতাম্বি করা হয়েছে। অথচ পর্দার হুকুম যে তাদের উপরও নাযিল হয়েছে একথা যেন তারা জানেই না। নিজেদের ব্যাপারে তারা একেবারে উদাসীন।

বে-আলেম পুরুষ

উপরে গেল আলেম পুরুষদের কথা, তারা নিজেরা পর্দা না করলেও স্ত্রী কন্যাদের পর্দা করায়, এতেই হয়ত আত্মতৃপ্তি পায়।

ভাবে পর্দার আদেশের হক ঠিক মতোই পালন করলাম, দাইয়ুস তো আর হতে হবে না।

তারা কি সূরা সফের এই আয়াত পড়েনি? "হে ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা নিজেরা করো না? আল্লাহ্র কাছে খুবই ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার হলো যা অন্যকে করতে বলো, কার্যত নিজেরা তা করো না।"

এইবার আসা যাক বে-আলেম পুরুষদের ব্যাপারে। তারা নিজেরা পর্দা করে না, স্ত্রী কন্যাকেও করতে দেয় না।

আমার নিকটতম প্রতিবেশী খুবই বেপর্দায় চলাফেরা করেন। ভদ্র মহিলা উচ্চ শিক্ষিতা। স্মার্ট এবং সুন্দরী। যা হোক একদিন তার ব্যালকনীতে লম্বা জুব্বা আর টুপি পরিহিত এক বুযুর্গকে দেখে অবাক হলাম। তার বাসায় গেলাম। এক পর্যায়ে বুজর্গকে দেখিয়ে বললাম "ইনি কে?"

ভদ্রমহিলা বললেন "আমার আব্বা।" বললাম "এই বাপের মেয়ে এমন হয় কিভাবে?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে মহিলা যা বললেন তার মূলকথা হলো বিয়ের আগে তিনিও পর্দা করতেন। বোরকা না পরলেও বড় ওড়না পরে স্কুল-কলেজে যেতেন। কিন্তু বিয়ের পরে তাকে সব ছাড়তে হয়েছে, কারণ তার স্বামী এসব পর্দা-টর্দা পছন্দ করেন না। এই ধরনের অনেক মহিলা আমাদের সমাজে আছেন, যাদের বাবা যখন পর্দা করে চলতে বলেছেন তখন তারা পর্দা করেছে আবার স্বামী যখন পর্দা ছাড়তে বলেছে তখন ছেড়ে দিয়েছেন। জানি না এরা নিজেদেরকে পুতুল মনে করেন কি-না। এদের কি নিজেদের কোনো পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই? অথচ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 'নারী যা অর্জন করেছে তা-ই সে পাবে-পুরুষ যা অর্জন করেছে তাই সে পাবে। কারো পাপের বোঝা কেউ বহন করবে না। মহিলারা যদি ভাবেন, আমার কি দোষ, আমার স্বামী আমাকে পর্দা করতে দেয় না, তাই করি না। এতে পাপ যদি কিছু হয় তা সব স্বামীর-ই হবে– আমার কি?

আসলে হিসেবটা এত সোজা নয়। পাপ আপনারও হবে, আপনার স্বামীরও হবে। যেমন যে খুন করে তারও ফাঁসি হয়, আর যে হুকুম করে তারও ফাঁসি হয়।

পর্দা না করার পরিণতি

পর্দা না করার পরিণতি ভয়াবহ। দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানেই এর পরিণাম খারাপ।

দুনিয়া

আমাদের এই যাপিত জীবনে যত অশান্তি, তার সাড়ে পনের আনাই বেপর্দা থেকে সৃষ্টি। কত সোনার সংসারকে এই বেপর্দার বিষবাষ্পে ছারখার হতে দেখেছি। এই বেপর্দা থেকেই সৃষ্টি হয় পরকীয়া। আমাদের সমাজে বেপর্দার কারণে সৃষ্ট দাম্পত্য জীবনের অশান্তি যে কি পরিমাণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তা আর আমাকে উদাহরণ দিতে হবে না– যারা আমার লেখাটা পড়বেন তাদের কাছেই এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।

আখেরাত

আখেরাত : আখেরাতে বেপর্দা নারী-পুরুষের অশান্তির কি সীমা পরিসীমা আছে? রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। মদ্যপায়ী পিতামাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ুস। (নাসায়ী, সহীহ বুখারী) আর দাইয়ুস বলে ওই পুরুষটিকে যে নিজের পরিবারে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রশ্রয় দেয়। যার ভেতরে অশ্লীলতার প্রতি ঘৃণা বর্তমান নেই এবং স্ত্রীও সন্তানদেরকে ইসলামী বিধান বিশেষত পর্দা মেনে চলতে বাধ্য করে না তার ইহকাল ও পরকালে কোনো কল্যাণ নেই। তারাই দাইয়ুস বলে গণ্য।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে রূঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে যারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে সে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে। (সূরা আত-তাহরিম : ৬)

একটা দরজা খোলা

আগেই বলেছি, আমাদের সমাজে অনেক মুসলমান আছে, যারা নামাজ-রোজা, হজ্ব-যাকাত ইত্যাদি করে, কিন্তু পর্দার ব্যাপারে উদাসীন। তাদের উদাহরণ হলো, শত্রুর ভয়ে আপনি একটা মজবুত গৃহে আশ্রয় নিলেন। ঘরটি মজবুত ঠিকই, কিন্তু ঘরের পিছনের একটা দরজায় পাল্লা নেই। এই পাল্লাবিহীন দরজা দিয়ে অবলীলায় যেভাবে শত্রু ঢুকতে পারবে, তেমনি নামাজ-রোজা, হজ্ব-যাকাত দিয়ে চতুর্দিকে জাহান্নামের আগুনকে ঠেকালেও পিছন দিক থেকে পর্দার দরজা পাল্লাবিহীন থেকে যাবে। সেই দরজা পথে জাহান্নামের আগুন ঢুকবেই।

পর্দা করা কোনো কঠিন কাজ নয়

পর্দা করা আসলেই কোনো কঠিন কাজ নয়। এটা শুধু ইচ্ছা আর ঈমানের ব্যাপার। আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর কুরআনের উপর আর আখেরাতের উপর যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে পর্দা করা এমনি এমনিই হয়ে যাবে।

দুনিয়াই আখেরাতের শষ্যক্ষেত্র

এই পৃথিবীটাই আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। এখানে যে যেমন আমল বা কাজ করবে আখেরাতে আল্লাহ পাক তাকে তেমন প্রতিদানই দিবেন। কারণ তিনি 'মালিকি ইয়াও মিদ্দীন'–প্রতিদান দিবসের মালিক। সেই মালিকের নির্দেশ, বাড়ির বাইরে গেলে "যে পোশাক পরে আছ, তার উপর আরো একটি পোশাক দাও। এটা তোমার জন্য উত্তম।" ব্যস এরপর তো আর কথা নেই। মুসলমান তো সে-ই ব্যক্তি, যে বলে 'সামিয়না ওয়া আতা'না'। আমি শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেন, "যদি নির্ভরযোগ্য ইলমের ভিত্তিতে

(তোমাদের চাল-চলনের কুফল সম্পর্কে) জানতে পারতে তাহলে এভাবে চলতে পারতে না। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে। আবার (শোন) তোমরা একেবারে স্থির নিশ্চিতভাবে তা দেখবেই।"

(সূরা তাকাসুর : ১-৬-৭)

ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য বা আত্মসমর্পণ। আর মুসলিম বা মুসলমান শব্দের অর্থ আনুগত্যকারী বা আত্মসমর্পণকারী। যখনই একজন মানুষ নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করবে তখনই মহান আল্লাহর বাণী আল কুরআনের প্রত্যেকটি আদেশ-নিষেধ মানা তার জন্য ফরয হয়ে যায়।

আল্লাহ্ পাক বলেন, "জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নিতে হবে আল কুরআন থেকে।"

বিধর্মীদের মতো দেখতে

একই ক্লাসে পড়ে দুটি মেয়ে। মিতা আর রিতা। না, দুই বোন না। ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ওরা। ওদের পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে খুব মিল। চলা ফেরা উঠাবসা সব পোশাক-পরিচ্ছদ সব প্রায় একই রকম। এরা একজন হিন্দু বাবা মায়ের সন্তান, আর একজন মুসলিম বাবা মায়ের ঘরে জন্ম নিয়েছে। অথচ এদের আচার-আচরণ, জ্ঞান, শিক্ষা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, কথাবার্তা সব-সবই একরকম। এদের দেখে কিংবা এদের সাথে কথা বলে বোঝার কোনো উপায় নেই যে, এদের একজন মুসলমান।

দুনিয়াতেই যখন আলাদা করে চেনা যায় না, আখেরাতে কি করে এরা আলাদা প্রতিদান পাবে? আসল ব্যাপারটা হয়েছে–মুসলমান মেয়েরা কিছু ছেড়েছে, আর হিন্দুরা কিছু ধরেছে। এখন সবাই এক হয়ে গেছে। যেমন আগে মুসলমান মেয়েরা সালোয়ার কামিজের সাথে ওড়না পরত। আর হিন্দু মেয়েরা ওড়না তো পরতই না, সালোয়ারও

পরত না। বড় মেয়েরাও হাফপ্যান্ট পরত। এখন হিন্দু মেয়েরা সালোয়ার ধরেছে আর মুসলমান মেয়েরা ওড়না ছেড়েছে। এখন তারা সবাই বাঙালি (?) হয়ে গেছে!

জিজ্ঞেস না করে বোঝার উপায় নেই মেয়েটি হিন্দু না মুসলমান। মুসলিম মেয়েরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে আধুনিক সাজতে চায়। অর্থাৎ যে যতো স্বল্প পোশাক ব্যবহার করবে, সেই যেন বেশি আধুনিক। অবাক হই, ইবলিশ কি কৌশলে বিধানটি একেবারে উল্টে দিল। পুরুষেরা ফুলপ্যান্ট ফুলসার্ট পরে গোটা শরীর ঢেকে রাখে, আর মেয়েরা দেহের অর্ধেকেরও বেশি বের করে রাখে।

কঠিন শাস্তি

একবার এক স্কুলে স্থানীয় কয়েকজন ইসলামপ্রিয় মহিলারা একটি সাধারণ সভার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে কথা বলতে যেয়ে এক পর্যায়ে বলেছিলাম, “মহিলাদের চেয়ে পুরুষের লজ্জা বেশি।”

কথাটা শেষ করতে না করতেই একজন ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন।

প্রতিবাদের সুরে বললেন, ‘আপা, আপনার এই কথাটা মানতে পারলাম না। পুরুষ মানুষের আবার লজ্জা দেখলেন কোথায়? ওরা তো বেশরম-বেলাজ -----।”

আমি বক্তৃতা থামিয়ে বললাম “আপা, আপনি কী করেন?

: এই স্কুলে শিক্ষকতা করি। বললাম, কয়জন পুরুষ আর কয়জন মহিলা শিক্ষক আছেন এই স্কুলে?

: “আমরা সমান সমান। চারজন পুরুষ, চারজন মহিলা।” হাসি মুখে উত্তর দিলেন ভদ্র মহিলা। বললাম আপা আপনি কি কোনো দিন আপনার পুরুষ সহকর্মীদের পেট-পিঠ দেখেছেন?”

ভদ্রমহিলা ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন আমার দিকে। বললেন তার মানে?"

বললাম "দেহ প্রদর্শন করা নির্লজ্জতা। কিন্তু এই কাজটা সাধারণত পুরুষেরা করে না। আপনার যদি কখনো ইচ্ছে হয়, আপনার কোনো পুরুষ সহকর্মীর পেট কিংবা পিঠ দেখবেন। তাহলে তাকে ডেকে বলতে হবে ভাই আপনার সার্ট কিংবা পাঞ্জাবিটা একটু উপরে তুলুন তো, আমি আপনার পিঠ কিংবা পেটটা একটু দেখব। সেই ভাই তখন নির্ঘাত আপনাকে পাগল মনে করবে। আর আপনার পেট-পিঠ কতোভাবে কতো এ্যাংগেলে কতো শতো পুরুষ-মহিলা দেখছে, তার কি কোনো হিসাব আছে?

পুরুষেরা পেট-পিঠ বের করা পোশাক পরে বাইরে কিংবা অফিস-আদালতে যাবে না, এটা তাদের স্বাভাবিক লজ্জা। যা থাকা উচিত ছিল মেয়েদের। অথচ মেয়েরা কিভাবে গলাটা আর একটু বড় করে কাঁধ এবং বুকের উপরি অংশ বের করা যাবে, কিভাবে জামার হাতার উপরি অংশ কেটে মাসেল দেখানো যাবে– সেই চেষ্টা করে। লজ্জাহীনতা মেয়েদের অস্থিমজ্জায় এমনভাবে ঢুকে গেছে যে, এ বিষয়টাকে তারা লজ্জার বিষয় বলে মনেই করে না। এখানেই ইবলীসের কৃতিত্ব। সে আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিল, "আমি তোমার বান্দাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়েই ছাড়ব। আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই। তাদেরকে আশার ছলনায় বিভ্রান্ত করবই।" (সূরা নিসা-১১৮-১১৯)

মানুষের জন্মলগ্নেই শত্রুর উৎপত্তি। আল্লাহ্র হুকুম উপেক্ষা করে সে যখন আদম (আঃ) কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানাল, তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ইবলিস তোর কি হলো, তুই সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলি না? সে জবাব দিল, 'এমন একজন মানুষকে সিজদা করা আমার মনঃপূত নয়, যাকে তুমি শুকনো ঠনঠনে

পচা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো।' আল্লাহ্ বললেন তবে তুই বের হয়ে যা এখান থেকে। কেননা তুই ধিকৃত। আর এখন কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোর উপর অভিসম্পাত। সে আরজ করলো, "হে আমার রব! তাই যদি হয় তাহলে সেই দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যে দিন সকল মানুষকে পুনর্বার উঠানো হবে। আল্লাহ বললেন, "ঠিক আছে তোকে অবকাশ দেওয়া হলো সেদিন পর্যন্ত, যার সময় আমার জানা আছে।"

সে বললো, হে আমার রব! আপনি যেমন আমাকে বিপথগামী করলেন, ঠিক তেমনিভাবে আমি পৃথিবীতে এদের জন্য প্রলোভন সৃষ্টি করে এদের সবাইকে বিপথগামী করবো।" (সূরা হিজর : ৩২-৩৯)

তার প্রিয়তম সৃষ্টি মানুষকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ। শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চলো না।

(সূরা বাক্বারা : ১৬৯, সূরা আন নূর : ২১-২৫
সূরা আরাফ : ২০-২৭, মু'মিনুন : ৯৭)

যে কেউ তার অনুসরণ করবে তাকে সে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ করার হুকুম দেবে।"(সূরা আন নূর : ২১)

"----তারপর তাদের লজ্জাস্থান,যা তাদের পরস্পর থেকে গোপন রাখা হয়েছিল, তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল-----------।"(সূরা আরাফ : ২০)

হে বনী আদম! তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থানগুলো ঢাকার এবং তোমাদের দেহের সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য বিধানের উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি। আর তাকওয়ার পোশাক-ই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সম্ভবত লোকেরা এ

থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে আবার ঠিক তেমনিভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ না করে, যেমনভাবে সে তোমাদের পিতা মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল এবং তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য তাদেরকে বিবস্ত্র করেছিল। সে ও তার সাথীরা তোমাদেরকে এমন জায়গা থেকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা। আমি এ শয়তানদের যারা ঈমান আনে না তাদের অভিভাবক করে দিয়েছি।"

(সূরা আরাফ-২৭)

এই যে পেট, পিঠ, মাথা এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন করে যারা চলে, তারা আল্লাহ রাব্বুল "আলামীনের নির্দেশ অমান্যকারী সীমালঙ্ঘনকারী, আল কুরআনের ভাষায় এরা ফাসিক, মুনাফিক, এরা যালিম। এদের স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।"

এরা তো জান্নাতে প্রবেশ করবেই না, এদের বাবা এবং জীবন-সাথীরাও কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তাদের বাবা এবং জীবন সাথীদের দায়িত্ব ছিল তাদের পর্দায় রাখা। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন–জ্বলন্ত উৎক্ষিপ্ত জাহান্নামে এদের নিক্ষেপ করে বলা হবে, "এ হলো সেই জায়গা, যা তোমাদের বিশ্বাস হতো না----।"

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত–"তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তাকে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে শাসক ও রাখাল তাকে তার অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার বাড়ি এবং সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধায়িকা তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। আর পুরুষ তার গোটা পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক। তাকে পুরো পরিবারের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। (সহীহ আল বুখারী)

ইবলীসের ধোঁকা

আল কুরআনের ভাষায় ইবলীসের ধোঁকাকে বলা হয়েছে 'ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস।' যার অর্থ 'বারবার কুমন্ত্রণা দানকারী।' ছোট বড় বিভিন্ন বিষয়ে সে কুমন্ত্রণা বা প্ররোচনা দেয় আর এই কুমন্ত্রণার কুফলেই আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি মানুষ কুপথে পা দেয়। আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে। আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের পথে মাঝে মাঝে ইবলীস এমন প্যাঁচ লাগায়, যা ভাবতেও অবাক লাগে!

দোলন আপার সাথে চমৎকার একটা সম্পর্ক ছিল আমার। একদিন বললাম "আপা, আপনি খুব ভালো। নিষ্ঠার সাথে নামাজ পড়েন, কুরআন তিলাওয়াত করেন, গরীব-মিসকিনকে দান-খয়রাত করেন। আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করেন। কিন্তু পর্দা করেন না। আপনি যদি একটু পর্দা করতেন তাহলে কতো যে ভালো হতো----।"

আপা একটু মুচকি হাসির সাথে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন "ঠিকই বলেছেন, আমিও প্রায়ই ভাবি, পর্দা করা উচিত, কিন্তু করি না একটা কারণে।' অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, "কী কারণ"।

: কারণ? কারণ হলো, আমার স্বামী এখানকার বামপন্থী এক রাজনৈতিক দলের থানা সেক্রেটারি। আর আমি যদি পর্দা করতে শুরু করি তাহলে সবাই বলবে, ওই ইসলামী আপার সাথে মিশে আমিও ইসলামী দলের হয়ে গেছি।"

বললাম "তাহলে কি বলতে চান, সূরা আন-নূর আর সূরা-আহযাব ইসলামী দলের জন্য নাযিল হয়েছে?"

অর্থাৎ আপনাদের মানে বামপন্থী এক রাজনৈতিক দলের কুরআন শরীফে ১১২টা সূরা, আর আমাদের কুরআন শরীফে ১১৪টা সূরা?"

ওই আপা হাসতে হাসতে বললেন "কি যে বলেন না আপনি!"

ভাবতে পারেন কেমন প্যাঁচ? না, ঐ আপা আজও সেই প্যাঁচ থেকে বের হতে পারেননি।

প্রচণ্ড গরম

অনেকে প্রচণ্ড গরমের জন্য হিজাব পরতে চায় না। কথা সত্যি, হিজাব পরলে খুব গরম লাগে। অবশ্য গরমের সময়। শীতকালে ভালোই লাগে। কিন্তু আখেরাতের গরমের কাছে এই গরমের কোনো মূল্য আছে? যদি মরা না লাগত, আখেরাতে হিসাব-নিকাস ও বিচারের সম্মুখীন হতে না হতো তাহলে মনে হয় আমি পর্দা করতাম না। গরমের সময় আমার পর্দা করতে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু মরতেই হবে। বেপর্দা চলার জন্য সেই দিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। স্বামী এবং বাবাসহ। তার চেয়ে পর্দা করা কি কঠিন? আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আল কুরআনে যা বলেছেন তার বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বে, তার ঈমান থাকতে পারেনা– এ কথা আমরা সবাই বুঝি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু তারপরও একদল মুসলমানই বলে, 'অত পর্দা করি না বাপু, যারা বেশি পর্দা করে তাদের মধ্যেই শয়তানী বেশি।"

আল্লাহ্ বললেন উত্তম– ভালো। আর বান্দা বলছে শয়তানী। এইসব কথা যারা বলে তারা বেঈমান হয়ে যায়। বে-ঈমানের কোনো এবাদাত আল্লাহ পাক কবুল কনে না। যারা পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে তারা যদি বেঈমান হয়ে যায় তাহলে যারা পর্দা করে না তারা কেমন ঈমানদার?

ইবাদাতের মজা

ইবাদাত কেউ করে দায়ে পড়ে। কেউ করে পরিবার তথা সমাজের চাপে। কেউ করে নিজের গরজে– স্বেচ্ছায়, ভালোবেসে। প্রথম দুই শ্রেণীর ইবাদাতকারী ইবাদাতের মজাই পায় না। দায়সারাভাবে করে।

তৃতীয় ব্যক্তি ইবাদাতে মজা পায়। ইবাদাতে মজা একটা ভিন্ন ব্যাপার। বেপর্দা নারী পুরুষ তা কোনোদিন পাবে না। আল্লাহ্‌র হুকুমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছায় পর্দা করুন। দেখবেন ইবাদাতের স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যাবে। একটা অপার্থিব মজা পাবেন। তবে সে পর্দা হতে হবে একান্তই নিজের প্রচেষ্টায়।

অনিচ্ছায় পর্দা আর ইচ্ছায় পর্দা

অল্পবয়সী বিবাহিতা সায়মা। বিয়ের পর বিএ ভর্তি হয়েছে। কলেজে যায়। বিয়ের আগে বরপক্ষকে জানানো হয়েছে যে, মেয়েটি পর্দা করে। বরপক্ষ পর্দা করা পছন্দ করে। যা হোক, বিয়ের পর দেখা গেলো মেয়েটি ঘরোয়া পর্দা বলতে কিছুই বোঝে না, তবে বাড়ির বাইরে গেলে পোশাকের উপর একটা পোশাক দেয়। অর্থাৎ নামকাওয়াস্তে একটা বোরকা পরে যদিও মাথার ওড়না ঠিকমত মাথায় থাকে না। স্বামী মহোদয় এতেই খুশি। কারণ সে নিজেই তো ইসলাম ঠিক মতো মানে না। কিন্তু মেয়েটি মাঝে মাঝে বোরকা খুলে রেখে কলেজে যায়। স্বামী যখন বাসায় থাকে না তখনই সে এই কাজটি করে। যথারীতি স্বামীর কাছে মেয়েটি একদিন ধরা পড়ে যায়। স্বামী অবাক হয়। "তুমি এইভাবে বেপর্দায় বাইরে গ্যাছ?" মেয়েটি সংকুচিত হয়ে থতমত কণ্ঠে বলে, "আজকেই গেছি। যেয়ে আমার কাছেও খুব খারাপ লেগেছে। ছেলেটি আমার কাছে অভিযোগ করো বলে, "আনা ও এতো বড় ভণ্ড, তা তো আমার জানা ছিল না।"

বললাম "ও মোটেও ভণ্ড না-ও ছোট মানুষ। আর পর্দা কেন করতে হবে তাই তো ও জানে না। ওর মাকে আমি দেখেছি, সেও এমনি পর্দা করে। আর তাছাড়া ও তো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য পর্দা করে না। ও পর্দা করে তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। অর্থাৎ তুমি যখন সামনে নেই তখন ও পর্দার প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু সায়মা

যদি আল্লাহর ভয়ে কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পর্দা করত তাহলে কখনো বেপর্দায় বাইরে যেতে পারত না। এই সায়মার বয়স ১৮/১৯ বছর হবে।

আমি এবার বলব সায়মার চেয়েও ছোট একটি মেয়ের কথা। নাম মাহমুদা। মাহমুদার আম্মা নালিশের সুরে বললেন, "কী করি বলো তো এই মেয়ে নিয়ে? আজ চারদিন হলো স্কুলে যাচ্ছে না।

কেনো?

উত্তরে ভদ্র মহিলা যা বললেন, তার সারমর্ম হলো- মেয়ে বলছে সে বড় হয়ে গেছে। ক্লাস নাইনে পড়ে। তার জন্য সব ইবাদাত ফরয হয়ে গেছে। নামাজ, রোজা, এমনিক পর্দা করাও। অতএব তাকে বোরকা তৈরি করে না দিলে সে স্কুলে যাবে না।"

বললাম "ও তো খুব ভালো প্রস্তাব করেছে। আজই ওকে বোরকা কিনে দেন। আপনি তো ভাগ্যবতী মা। এ ধরনের মেয়ে কয়জনার আছে?

মাহমুদার কিশোরী বয়স থেকে দেখে আসছি, কী অবিচল সে তার হিজাবের ব্যাপারে। কতো ঝড় ঝাপটা তার উপর দিয়ে যেতে দেখেছি; কিন্তু পর্দার শিথিলতা দেখিনি।

সায়মা পর্দা করেছিল অভিভাবকদের চাপে, তাই তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল। যেহেতু পর্দাটা অন্তর থেকে ছিল না। আর মাহমুদার পর্দা করা ছিল অন্তর থেকে আল্লাহর ভয়ে। এখানে বয়স কোনো বিষয় না-বিষয় হলো ঈমান।

আল কুরআনের সবটুকুই মানতে হবে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও। এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।"

অন্যত্র বলেছেন, "তোমরা কি কুরআনের কিছু কথা মানবে আর কিছু অমান্য করবে?"

আল কুরআন আমাদের জীবন ব্যবস্থা-জান্নাতে যাওয়ার সহজ সরল পথ। দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির পরোয়ানা।

আল্লাহ্ পাকের ভাষায়- "এই কিতাব আল্লাহর কিতাব। এত কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকীনদের জন্য পথনির্দেশক। আর মুত্তাকীন তো ওই লোক, যে গায়েবে বিশ্বাস করে।' সালাত কায়েম করে, আল্লাহ্ দেওয়া রিজিক থেকে খরচ করে। যারা এই কিতাব এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিশ্বাস করে এবং আখেরাতের উপর যাদের রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাস।" (সূরা বাকারাহ : ২-৫)

এই কিতাবের উপর বিশ্বাস মানে কি? এই কিতাবে আল কুরআনে যা কিছু আছে তা সত্য এবং তার সবটুকুই আমাকে মানতে হবে। মুসলিম বলে দাবিদার প্রত্যেককেই মানতে হবে। মুসলিম মানেই তো আনুগত্যকারী। কুরআনে আল্লাহ্ পাক যা কিছু নাযিল করেছেন, আদেশ করেছেন, নিষেধ করেছেন তা অমান্য করে কেউ মুসিলম হতে পারে না। সে নারী হোক কিংবা পুরুষ।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে পরিপূর্ণ মুসলিম হয়ে বাঁচার ও মরার তাওফিক দান করুন। আমীন!

পর্দাসংক্রান্ত আল কুরআনের আয়াতসমূহ

১. হে মুমীনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, আশা করা যায় যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের

জন্যে অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তা ভালোভাবে অবহিত আছেন। যে গৃহে কেউ বসবাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে এমন গৃহে (বিনা অনুমতিতে) প্রবেশে করাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই এবং আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো। (হে নবী) মু'মিনদেরকে বলুন : তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্যে খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকেও বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। আর তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেনো তাদের মাথার ওড়না বুকের উপর ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত দাসী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে এখনও অবগত নয়, তাদের ছাড়া আর কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

(আন-নূর : ২৭-৩১)

২. হে মু'মিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে (ঘরে প্রবেশের জন্য) তোমাদের কাছে অনুমতি নেয়, ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা (বিশ্রামের উদ্দেশ্যে) বস্ত্র খুলে রাখো এবং এশার সালাতের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ (গোপনীয়তা) খোলার সময়। এ তিন সময় ছাড়া (অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে) তোমাদের ও তাদের জন্যে কোনো দোষ নেই। তোমাদের একে

অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় (উক্ত তিন সময় ঘরে ঢুকতে) অনুমতি নেয়। এমনিভাবে আল্লাহ তার নির্দেশসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (আন্ নূর : ৫৮-৫৯)

৩. যে সব বৃদ্ধা নারী, যারা পুনরায় বিবাহের আশা রাখে না, তারা যদি তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র (দোপাট্টা) খুলে রাখে তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আর আল্লাহ্ সব কিছুই জানেন ও শুনেন।

(আন নূর : ৬০)

৪. যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না। (আন নূর : ৯৯)

৫. তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, তোমাদের দুধ মা, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের শাশুড়ি, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের মেয়ে-যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। তোমাদের (ঔরসজাত) ছেলেদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। কিন্তু পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নিসা-২৩)

৬. আর তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দপথ। (বনী ইসরাঈল : ৩২)

৭. হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্যে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদের ডাকা হলে প্রবেশ করো, অতঃপর খাওয়া শেষ হলে আপনাআপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের উঠে যাবার জন্যে বলতে সংকোচবোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা তার স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার ওফাতের পর তার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা বৈধ নয়। আল্লাহ্র কাছে এটা ঘোরতর অপরাধ। তোমরা খোলাখুলি যা কিছু বলো অথবা গোপন রাখো, আল্লাহ্ সব বিষয়ে অবহিত। নবী-স্ত্রীগণের জন্যে তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, সেবিকা এবং অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গোনাহ্ নেই। হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

(আল-আহযাব : ৫৩-৫৫)

৮. হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে ও কন্যাদের এবং মু'মিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন : তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আল-আহযাব : ৫৯)

৯. হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্যে পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং তাকওয়ার পোশাক। এটি সর্বোত্তম পোশাক। এটি আল্লাহ্র কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা কর। (আল আ'রাফ : ২৬)

১০. "চাপা গলায় কথা বলো না। নতুবা যাদের মনে গলদ আছে তারা প্রলব্ধ হবে। বরং পরিষ্কার সোজা ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলো। নিজেদের গৃহে অবস্থান করো এবং জাহেলিয়াতের যুগের মতো সাজসজ্জা করে বেড়িও না....... ।" (সূরা আহযাব : ৩২-৩৩)

আল-হাদীসে পর্দা

১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেছেন, নারীরা হলো পর্দায় থাকার বস্তু। সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপেক্ষ করে) বাইরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সু-সজ্জিত করে দেখায়। (তিরমিযী)

২. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন "আমি রাসূলুল্লাহ (সা:)-কে এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম যে, হঠাৎ যদি কোনো নারীর উপর দৃষ্টি পড়ে, তাহলে কী করতে হবে? রাসূল (সা:) আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তোমার দৃষ্টিকে কালবিলম্ব না করে ফিরিয়ে নিবে। (মুসলিম)

৩. হযরত বুরাইদাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা:) আলী (রা:)-কে লক্ষ্য করে বলেন, হে আলী! কোনো অপরিচিতা নারীর উপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নিবে এবং দ্বিতীয় বার তার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার আর দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার নয় বরং তা শয়তানের।

(আবু দাউদ)

৪. নবী করীম (সা:) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিন তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে। (ফাতহুল কাদীর)

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেছেন : দৃষ্টি তো ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে

একটি। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এ দৃষ্টি ত্যাগ করবে, তার বিনিময়ে আমি তাকে এমন ঈমান দান করবো, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করতে পারবে। (তিরমিযী)

৬. উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালমাহ (রা:) হতে বর্ণিত, একদা তিনি এবং হযরত মায়মুনা (রা:) রাসূল (সা:)-এর নিকট বসা ছিলেন। হঠাৎ সেখানে ইবনে উম্মে মাকতূম এসে প্রবেশ করলেন। রাসূল (সা:) হযরত উম্মে সালমাহ ও মায়মুনা (রা:)-কে বললেন : তোমরা (আগন্তুক) লোকটি থেকে পর্দা করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! লোকটি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন রাসূল (সা:) বললেন : তোমরা দু'জনও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না। (আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ)

৭. হযরত আবূ উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন : যখন কোনো মুসলমানের দৃষ্টি কোনো নারীর উপর পড়বে, আর সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে, আল্লাহ তার ইবাদতে স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি করে দিবেন। (মুসানাদে আহমদ)

পর্দা সম্পর্কে নবী করীম (সা:) এর আরো কিছু হাদীস নিম্নে বর্ণনা করা হলো

৮. নবী করীম (সা:) এর শ্যালিকা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা:) একবার মিহি পাতলা কাপড় পরে তার সামনে আসলেন। কাপড়ের ভিতর দিয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নবী করীম (সা:) বললেন : হে আসমা। সাবালিকা হওয়ার পর এটা এবং এটা ছাড়া শরীরের কোনো অংশ দেখানো নারীর পক্ষে জায়েজ হয় না। এই বলে নবী করীম (সা:) তার মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জির দিকে ইঙ্গিত করলেন। (ফাতহুল বারী)

৯. হাফসা বিনতে আবদুর রহমান একদা সূক্ষ্ম দোপাট্টা পরে হযরত আয়েশা (রা:) এর ঘরে হাজির হলেন : তখন তিনি তা ছিঁড়ে ফেলে একটা মোটা চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

১০. নবী করীম (সা:) বলেছেন : আল্লাহর অভিশাপ ওইসব নারীদের উপর, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকে। (অর্থাৎ এত পাতলা কাপড় পরে যে, তার ভিতরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়।)

১১. হযরত ওমর (রা:) বলেন : নারীদের এমন আঁটসাঁট কাপড় পরতে দিওনা যাতে শরীরের গঠন স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

১২. উকবা বিন আমের (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা:) বলেছেন : সাবধান! নিভৃতে নারীদের কাছে যেওনা। জনৈক আনসার বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? নবী করীম (সা:) বললেন : সেতো মৃত্যু সমতুল্য। (অর্থাৎ মানুষ মৃত্যু দেখে যেমন ভয় পায়, দেবর হলো সে ধরনের ভয়ের বস্তু।)

১৩. মহানবী (সা:) বলেন : স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো নারীর কাছে যেওনা, কারণ শয়তান তোমাদের যেকোনো একজনের মধ্যে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হবে। (তিরমিযী)

১৪. নবী (সা:) বললেন : আজ থেকে কেউ যেনো স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো নারীর কাছে না যায়, যতক্ষণ তার কাছে একজন অথবা দু'জন লোক না থাকে। (মুসলিম)

সমাপ্ত

রিমঝিম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

১.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০/-
২.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০/-
৩.	আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি	২২/-
৪.	দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না	২৫/-
৫.	শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর	২২/-
৬.	জিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত	২২/-
৭.	একবিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণ পথ ও কর্মসূচী	২০/-
৮.	তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ প্রতিরোধের কর্মকৌশল	২০/-
৯.	হাদীসে কুদ্সী	৬০/-
১০.	গীবত	৬০/-
১১.	আমরা কোন স্তরের বিশ্বাসী ও কোন প্রকৃতির মুসলমান?	২৪/-
১২.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে মরণ ব্যাধি দুর্নীতি	২২/-
১৩.	মুসলিম নারীদের দাওয়াতী দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০/-
১৪.	স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের বিশটি উপদেশ	২০/-
১৫.	আমার অহংকার (কবিতা)	৭০/-
১৬.	স্বপ্নের বাড়ি (গল্প)	৬০/-
১৭.	আমাদের শাসক যদি এমন হত	৮০/-
১৮.	চেপে রাখা ইতিহাস	৩০০/-
১৯.	ইতিহাসের ইতিহাস	৩০০/-
২০.	বাজেয়াপ্ত ইতিহাস	১০০/-
২১.	ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়	২০০/-
২২.	সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে	২৮/-
২৩.	মানুষ কী মানুষের শত্রু	২২/-
২৪.	নামাজের ১১৫টি সুন্নাত ও ৪৫টি সুন্নাত পরিপন্থী কাজ	২২/-
২৫.	নেককার ও বদকার লোকের মৃত্যু কিভাবে হবে	২৫/-
২৬.	তাওবাহ্ কেন করব কিভাবে করব	২৫/-
২৭.	আসুন সঠিক ভাবে রোযা পালন করি	২৫/-
২৮.	কবি মাসুদা সুলতানা রুমী : একটি নাম একটি প্রতিশ্রুতি	১০০/-
২৯.	কবি মাসুদা সুলতানা রুমী যেভাবে আলোর পথে এলেন	২৫/-
৩০.	দীনের দাওয়াত না দেয়ার ভয়াবহ পরিণাম	২৫/-
৩১.	আল্লাহ্ তার নূরকে বিকশিত করবেনই	২২/-
৩২.	সাহাবীদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহ্ তাআলার জবাব	২২/-
৩৩.	মহিমান্বিত তিনটি রাত	২২/-
৩৪.	কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১	২২/-
৩৫.	মৃত ব্যক্তির জন্য ইসলামী শরীয়াহ্ কী বলে আমরা কী করি	২২/-
৩৬.	নামাজের পর হাত তুলে সম্মিলিত দোয়া পক্ষে-বিপক্ষে ও সমাধান	৩০/-
৩৭.	শপথের মর্যাদা	২৪/-
৩৮.	পুরুষের পর্দা ও নারীর পর্দা	২২/-
৩৯.	দৈনন্দিন জীবনে রাসূল (স.)-এর সুন্নাত	২২/-
৪০.	মাসুদা সুলতানা রুমী রচনাসমগ্র-১	২৫০/-
৪১.	মাসুদা সুলতানা রুমী রচনাসমগ্র-২	২৫০/-
৪২.	কেমন জান্নাতে আপনি থাকবেন	৩০/-
৪৩.	সালাম আদান-প্রদান একটি জান্নাতি আমল	২২/-
৪৪.	রাসূল (সা.)-এর হাদীস	৫০/-
৪৫.	বিশ্বনবী রাসূল (সা.)-এর নির্বাচিত হাদীস	৫০/-
৪৬.	মহানবীর সা. শেখানো দু'আ ও যিকির	৩০/-
৪৭.	আল কুরআনের গল্প শোনো গল্প নয় সত্য জেনো	৩০/-
৪৮.	মহানবীর সা. মাসনুন দোয়া ও জিকির	১০০/-
৪৯.	পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে গীবত, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, অহংকার ও চোগলখোরী থেকে বাঁচার উপায়	৩০/-
৫০.	পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে মাহে রমজান	২৫/-
৫১.	পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে রমজান মাসের মৌলিক শিক্ষা	৬০/-
৫২.	দারসুল কুরআন সিরিজ-১ সূরা ফাতিহার মৌলিক শিক্ষা	৬০/-

রিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার : বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
(৩য় তলা) দোকান নং-৩০৯,
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া : বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সংলগ্ন,
বটতৈল, বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া।
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮